গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা
www.ccb.gov.bd

নং-২৬.১২.০০০০.১০৪.২২.০২১.১৭-৩৫১ তারিখ: ৩০/১০/২০১৭ খ্রি:

অফিস আদেশ

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) ২১ জুন ২০১২ হতে কার্যকর হয়েছে। আইনের ১৮(২) ধারা মতে প্রবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। উক্ত প্রবিধান প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কমিশনের গত ২৪/০৯/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারিকৃত ২৬.১২.০০০০.১০৪.২২.০২১.১৭-২৮৮ নং স্মারকের অফিস আদেশটি বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত অন্তবর্তীকালীন করণীয় নির্ধারণ করা হলো:

১। **অভিযোগ গ্রহণ**। প্রাপ্ত সকল অভিযোগ চেয়ারপার্সনের দপ্তরে রক্ষিত অভিযোগ প্রাপ্তি রেজিষ্টারে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। চেয়ারপার্সন প্রাপ্ত অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণের জন্য সচিবকে নির্দেশনা দিবেন। নির্দেশনা অনুসারে সচিব অভিযোগটি অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করবেন।

২। **অভিযোগের প্রাথমিক যাচাই**। (১) সচিব হতে প্রাপ্ত অভিযোগটি অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা সংরক্ষিত রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করবেন। প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়াদি যাচাই করবেন-
(ক) প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি;
(খ) আইনের লংঘন;
(২) তথ্য, দলিলাদির ঘাটতি, অভিযোগের অস্পস্টতা দূরীকরণ প্রভৃতি কারণে অভিযোগকারীকে নোটিশ প্রদান করা যাবে।

৩। **প্রাথমিক সত্যতা নিরূপণ**। অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে অভিযোগের আইনগত লঙ্ঘন হয়েছে কিনা তার প্রাথমিক সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া অথবা না-পাওয়া উভয় ক্ষেত্রে বিষয়টি উল্লেখ করে অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা-এর সকল সদস্যের স্বাক্ষরে কমিশনের নিকট পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করবেন।

৪। **কমিশনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ**। (১) শুনানীঅন্তে যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদান করে প্রাথমিকভাবে সত্যতা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হলে কমিশন আইনের ১৭ ধারা মোতাবেক তদন্ত ব্যতিত প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ নিষ্পত্তি বা মিমাংসা করতে পারবে;
(২) প্রাথমিক সত্যতা না পাওয়া গেলে কমিশন অভিযোগটি নথিজাত করার আদেশ প্রদান করবে অথবা অধিক/পুন: বিশ্লেষণের জন্য অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করবে;
(৩) কমিশন কর্তৃক শুনানী প্রক্রিয়ায় অভিযোগটি আইনের ১৭ ধারা মোতাবেক নিষ্পত্তি না হলে কমিশন অনুসন্ধান/তদন্ত করার জন্য ইউনিট/কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করবে;
(৪) কমিশন আইনের ৮(৩) ধারা মোতাবেক দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম বিধায় কমিশনের যে কোন সিদ্ধান্ত মামলা নম্বরসহ অর্ডার শিটে লিপিবদ্ধ থাকবে।

৫। **অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিটের কেস ডায়রী সৃজন**। কমিশন হতে প্রাপ্ত অভিযোগটি অনুসন্ধান/তদন্তের সুবিধার্থে এবং কর্মকালীন সময়ের ঘটনাপঞ্জি সংরক্ষণে অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা একটি কেস ডায়রী সৃজন করবেন।

৬। **অনুসন্ধান প্রক্রিয়া**। অনুসন্ধান কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে-
ক. অভিযোগ বিশ্লেষণ;
খ. অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ;
গ. প্রাথমিকভাবে আইনের লঙ্ঘন সনাক্তকরণ;
ঘ. কমিশনের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৭। **তদন্ত প্রক্রিয়া**। **(১)** অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণে তদন্তকার্য সম্পন্ন করবে-
ক. অভিযোগ বিশ্লেষণ;
খ. অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ;
গ. আইনের লঙ্ঘন সনাক্তকরণ;
ঘ. প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড সনাক্তকরণ;
ঙ. যুক্তিসহ মতামত প্রদান;

চ. কমিশনের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(২) অনুসন্ধান/তদন্তকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, হিসাব বিজ্ঞান, আইন ইত্যাদি ক্ষেত্র হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

৮। **শুনানী গ্রহণ**। অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা শুনানী গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নোটিশ প্রদান করবেন; মামলার স্বার্থে অথবা অন্য কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণে প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষকে নোটিশ প্রদান করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯। **অনুসন্ধানের সময়সীমা**। সাধারণত অনুসন্ধান/তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করবেন; তবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত না হলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক সময় বৃদ্ধির জন্য কমিশন বরাবর আবেদন করতে পারবে; সেক্ষেত্রে কমিশন আরও ১৫(পনের) কার্যদিবস পর্যন্ত সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবে।

১০। **তদন্তের সময়সীমা**। সাধারণত তদন্ত ইউনিট/কর্মকর্তা ১২০(একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন; তবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না হলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক সময় বৃদ্ধির জন্য কমিশন বরাবর আবেদন করতে পারবে; সেক্ষেত্রে কমিশন ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তিসংগত সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবে।

১১। **কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদান**। (১) প্রতিবেদন পাওয়ার পর কমিশন নিম্নবর্ণিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে-

(ক) প্রতিবেদনে কোন ঘাটতি, ত্রুটি অথবা অস্পষ্টতা থাকলে সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক পুন: তদন্তের আদেশ প্রদান করতে পারবে;

(খ) প্রতিবেদন গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষের শুনানী গ্রহণ;

(গ) শুনানী কার্যক্রম শেষে কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান;

(২) কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অবহিত করতে সচিবকে নির্দেশনা প্রদান করবে এবং এতৎসংক্রান্ত আদেশে কমিশনের সিল ব্যবহৃত হবে।

১২। **তথ্য প্রকাশের বিধি-নিষেধ**। কমিশন কর্তৃক বা কমিশনের পক্ষে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য এই আইন বা অন্য কোন আইনের উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য কোন কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লিখিত পূর্বসম্মতি ব্যতিরেকে প্রকাশ করা যাবে না। কমিশন বা কমিশনের পক্ষে কেউ এই বিধান লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় অথবা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা
ফোন: ০২-৫৮৩১৫৫৭৮

নং-২৬.১২.০০০০.১০৪.২২.০২১.১৭-৩৫১ তারিখ: ৩০/১০/২০১৭ খ্রি:

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো-

১। জনাব এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা।
২। জনাব মো: আবুল হোসেন মিঞা, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা।
৩। জনাব রশিদ আহমদ, সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা।
৪। জনাব মো: শহীদুল হক ভূঁঞা, যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা।
৫। জনাব মো: খালেদ আবু নাছের, উপসচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা।
৬। জনাব মো: আবদুর রহমান, উপসচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা।
৭। জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মেদ, উপসচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা।
৮। জনাব আমির আব্দুল্লাহ মু: মঞ্জুরুল করিম, উপসচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা।
৯। জনাব শেখ হাফিজুল ইসলাম, উপসচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা।
১০। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১১। সচিবের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১২। জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, সিনিয়র সহকারী সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা।
১৩। চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা (চেয়ারপার্সন মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

রশিদ আহমদ
সচিব (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ঢাকা